ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আল-ফিকহ বিভাগ ২য় পর্ব

ফিকহ ৩য় পত্র: উসূলুল ফিকহ ও আসরারুশ শরীয়াহ

ক বিভাগ: রচনামূলক প্রশ্ন

উসূলুল বাজদাবী : আল ইস্তিহসান

৩৬. ইস্তিহসান (পছন্দ)-এর আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা কী? ইস্তিহসান কেন হানাফি মাযহাবের একটি বিশেষ উসূল হিসেবে পরিচিত? (ما هو التعريف اللغوي والشرعي للاستحسان؟ ولماذا يعتبر الاستحسان بأنه أصل خاص للمذهب الحنفي؟)
৩৭. হানাফীদের নিকট ইস্তিহসান অনুযায়ী আমল করার বিধান কী? যে সকল ইমাম ইস্তিহসানকে দলীল হিসেবে মানেন না, তাদের যুক্তির জবাব আল-বাজদাবী কীভাবে দিয়েছেন? (ما هو الدليل والإثبات للاستحسان؟ وكيف رد البزدوي على حجج الأئمة الذين لا يعتبرون الاستحسان دليلا؟)
৩৮. ইস্তিহসান কত প্রকার ও কী কী? ইস্তিহসান বিল-কিয়াস (কিয়াসের ভিত্তিতে ইস্তিহসান) এবং ইস্তিহসান বিল-উর্ফ (প্রথার ভিত্তিতে ইস্তিহসান)-এর মধ্যে পার্থক্য কী? (كم نوعا للاستحسان وما هي؟ وما هو الفرق بين الاستحسان بالقياس والاستحسان بالعرف؟)
৩৯. কিয়াস এবং ইস্তিহসান-এর মধ্যকার সম্পর্ক কেমন? কখন কিয়াসের ওপর ইস্তিহসানকে প্রাধান্য দেওয়া হয়? (كيف هي العلاقة بين القياس والاستحسان؟ ومتى يرجح الاستحسان على القياس؟)
৪০. আল-বাজদাবীর কিতাবের আলোকে ইস্তিহসান সহীহ হওয়ার জন্য কী কী শর্তাবলি আবশ্যক? এমন একটি ফিকহী মাসআলা উল্লেখ কর যেখানে ইস্তিহসান প্রয়োগ হয়েছে। (ما هي الشروط اللازمة لصحة الاستحسان على ضوء كتاب البزدوي؟ واذكر مسألة فقهية طبق فيها الاستحسان)
৪১. ইমাম আবু হানিফা (র)-এর ইস্তিহসান-এর পদ্ধতিকে সমালোচকরা কীভাবে মূল্যায়ন করতেন? আল-বাজদাবী সেই সমালোচনার জবাব কীভাবে দিয়েছেন? (كيف قيم المنتقدون منهج الإمام أبي حنيفة (رحمه الله) في الاستحسان؟ وكيف رد البزدوي على تلك الانتقادات؟)

৪২. ইস্তিহসান কেন শরীয়তের "তাশরী" (বিধান প্রণয়ন)-এর ক্ষেত্রে একটি বিশেষ নমনীয়তা নিয়ে আসে? এর উদ্দেশ্য কী? (لماذا يجلب الاستحسان مرونة خاصة في "التشريع"؟ وما هو الهدف منه؟)

৩৬. ইস্তিহসান (পছন্দ)-এর আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা কী? ইস্তিহসান কেন হানাফি মাযহাবের একটি বিশেষ উসূল হিসেবে পরিচিত?

(ما هو التعريف اللغوي والشرعي للاستحسان؟ ولماذا يعتبر الاستحسان بأنه أصل خاص للمذهب الحنفي؟)

ভূমিকা:

ইসলামি শরীয়তের দলিলগুলোর মধ্যে 'ইস্তিহসান' একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সূক্ষ্ম দলিল। যখন সাধারণ কিয়াস বা যুক্তি মানুষের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তখন শরীয়তের গভীর প্রজ্ঞার আলোকে সহজ সমাধান গ্রহণ করাই হলো ইস্তিহসান। ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবী (রহ.) ইস্তিহসানকে হানাফি মাযহাবের স্বাতন্ত্র্য ও গর্ব হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

ইস্তিহসানের সংজ্ঞা (تعريف الاستحسان):

১. আভিধানিক অর্থ (التعريف اللغوي):

'ইস্তিহসান' শব্দটি আরবি 'হাসান' (حُسْنٌ) মূলধাতু থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো—

- কোনো কিছুকে উত্তম মনে করা (عَدُّ الشَّيْءِ حَسَنًا)।
- ভালো জ্ঞান করা।

২. পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الشرعي):

ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) ও হানাফি উসূলবিদগণের মতে ইস্তিহসানের সংজ্ঞা হলো:

" هُوَ الْعُدُولُ عَنْ مُوجَبِ قِيَاسٍ جَلِيٍّ إِلَى قِيَاسٍ خَفِيٍّ هُوَ أَقْوَى مِنْهُ، أَوْ إِلَى نَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ أَوْ ضَرُورَةٍ"

(অর্থ: শক্তিশালী কোনো দলিলে (যেমন—কিয়াসুল খফি, নস, ইজমা বা জরুরত)-এর ভিত্তিতে কিয়াসুল জালি বা প্রকাশ্য কিয়াসের দাবি বর্জন করে ভিন্ন হুকুম গ্রহণ করাকে ইস্তিহসান বলে।)

সংক্ষেপে: **"তর্কুল কিয়াস লি-দালিলিন আকওয়া"** (শক্তিশালী দলিলের কারণে সাধারণ কিয়াস বর্জন করা)।

হানাফি মাযহাবের বিশেষ উসূল হিসেবে পরিচিতির কারণ:

১. ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর বিশেষ প্রয়োগ:

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ফিকহী মাসআলা সমাধানের ক্ষেত্রে ইস্তিহসানকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন। তিনি বলতেন, "আমি কিয়াস ছেড়ে ইস্তিহসানের দিকে ধাবিত হলাম।" এটি তাঁর ফিকহী গবেষণার এক অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল।

২. শাফেয়ী মাযহাবের সাথে মতপার্থক্য:

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ইস্তিহসানের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছিলেন, "মারা ইস্তাহসানা ফাকাদ শাররা'আ" (যে ইস্তিহসান করল, সে যেন নিজেই শরীয়ত প্রণয়ন করল)। কিন্তু হানাফিগণ প্রমাণ করেছেন যে, ইস্তিহসান কোনো মনগড়া বিষয় নয়, বরং এটি শরীয়তেরই গভীরতর দলিল। এই বিতর্কের কারণেই ইস্তিহসান হানাফীদের 'ট্রেডমার্ক' উসূলে পরিণত হয়েছে।

৩. সহজীকরণের নীতি:

হানাফি ফিকহ মানুষের সুবিধার প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখে। ইস্তিহসান মূলত "ইউরিল্লাহু বিকুমুল ইউসরা" (আল্লাহ তোমাদের সহজ চান)—এই নীতির বাস্তব রূপ।

উপসংহার:

ইস্তিহসান মূলত কিয়াসেরই একটি উন্নত ও সূক্ষ্ম সংস্করণ। হানাফি মাযহাবে এর ব্যাপক ব্যবহারের কারণে এটি এই মাযহাবের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে খ্যাত হয়েছে।

---

৩৭. হানাফীদের নিকট ইস্তিহসান অনুযায়ী আমল করার বিধান কী? যে সকল ইমাম ইস্তিহসানকে দলীল হিসেবে মানেন না, তাদের যুক্তির জবাব আল-বাজদাবী কীভাবে দিয়েছেন?

(ما هو الدليل والإثبات للاستحسان؟ وكيف رد البزدوي على حجج الأئمة الذين لا يعتبرون الاستحسان دليلا؟)

ভূমিকা:

হানাফি মাযহাবে ইস্তিহসান কোনো ঐচ্ছিক বিষয় নয়, বরং এটি শরীয়তের একটি স্বতন্ত্র ও শক্তিশালী দলিল। ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) ইস্তিহসানের প্রামাণ্যতা প্রতিষ্ঠা করতে কুরআন-সুন্নাহর দলিল উপস্থাপন করেছেন এবং বিরোধীদের ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করেছেন।

ইস্তিহসান অনুযায়ী আমল করার বিধান (حكم العمل بالاستحسان):

হানাফি মাযহাব মতে, যখন ইস্তিহসানের শর্তাবলী পূরণ হয়, তখন তার ওপর আমল করা ওয়াজিব। এই অবস্থায় প্রকাশ্য কিয়াস (কিয়াসুল জালি) বর্জন করা আবশ্যক। কারণ, ইস্তিহসান সত্যের অধিক নিকটবর্তী এবং মানুষের জন্য কল্যাণকর।

ইস্তিহসানের বৈধতার দলিল:

১. আল-কুরআন: আল্লাহ তায়ালা বলেন, "ফাত্তাবি'উ আহসানাহু" (তোমরা এর উত্তম দিকটি অনুসরণ কর)। [সূরা যুমার: ১৮]

২. আল-হাদিস: রাসূল (সা.) বলেছেন, "মা রাআহুল মুসলিমুনা হাসানান ফাহুয়া ইনদাল্লাহি হাসানুন" (মুসলমানগণ যা ভালো মনে করে, আল্লাহর নিকটও তা ভালো)।

বিরোধীদের যুক্তি ও আল-বাজদাবীর জবাব (الرد على المخالفين):

বিরোধীদের যুক্তি:

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এবং অন্যান্য সমালোচকরা বলেন:

- ইস্তিহসান মানে হলো নিজের প্রবৃত্তি বা রুচি অনুযায়ী ফতোয়া দেওয়া।

- শরীয়ত নস (কুরআন-হাদিস) দ্বারা নির্ধারিত, কারো পছন্দ-অপছন্দ দ্বারা নয়।

ইমাম আল-বাজদাবীর জবাব:

ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে এই অভিযোগ খণ্ডন করেছেন:

- **১. ইস্তিহসান প্রবৃত্তি পূজা নয়:** তিনি বলেন, আমরা যে ইস্তিহসানের কথা বলি, তা **"তাশাহহী"** বা মনের খায়েশ নয়। বরং এটি হলো **"কিয়াসুল খফি"** (সূক্ষ্ম কিয়াস) অথবা কোনো অকাট্য দলিলের কারণে দুর্বল কিয়াস বর্জন করা।

- **২. দলিলের পরিবর্তন:** ইস্তিহসান মানে দলিল ছাড়া কথা বলা নয়, বরং এক দলিল ছেড়ে অন্য শক্তিশালী দলিল গ্রহণ করা। যেমন—কুরআনের আয়াতের কারণে কিয়াস ছাড়া।

- **৩. ভাষাগত ভুল বোঝাবুঝি:** আল-বাজদাবী (রহ.) বলেন, বিরোধীরা 'ইস্তিহসান' শব্দের আভিধানিক অর্থ (পছন্দ করা) দেখে বিভ্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু পারিভাষিক অর্থে এটি শরীয়তেরই দলিল।

উদাহরণ:

বাকি বা বাকিতে পণ্য বিক্রি (সালাম) কিয়াসের দৃষ্টিতে নাজায়েজ (কারণ পণ্য নেই)। কিন্তু হাদিসে জায়েজ বলা হয়েছে। হানাফীরা হাদিসের কারণে কিয়াস ছেড়েছেন—এটাই ইস্তিহসান। এটা কি প্রবৃত্তি পূজা? অবশ্যই না।

উপসংহার:

আল-বাজদাবী (রহ.) প্রমাণ করেছেন যে, ইস্তিহসান বিরোধীদের বোঝার ভুল। এটি মূলত কিয়াসেরই একটি গভীর স্তর যা কেবল বিজ্ঞ মুজতাহিদগণ অনুধাবন করতে পারেন।

---

৩৮. ইস্তিহসান কত প্রকার ও কী কী? ইস্তিহসান বিল-কিয়াস (কিয়াসের ভিত্তিতে ইস্তিহসান) এবং ইস্তিহসান বিল-উর্ফ (প্রথার ভিত্তিতে ইস্তিহসান)-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

(كم نوعا للاستحسان وما هي؟ وما هو الفرق بين الاستحسان بالقياس والاستحسان بالعرف؟)

ভূমিকা:

ইস্তিহসান বিভিন্ন কারণে হতে পারে। দলিলের ভিন্নতার ওপর ভিত্তি করে ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) ইস্তিহসানকে কয়েক ভাগে ভাগ করেছেন। এর মধ্যে 'ইস্তিহসান বিল-কিয়াস' এবং 'ইস্তিহসান বিল-উর্ফ' সর্বাধিক প্রচলিত।

ইস্তিহসানের প্রকারভেদ (أنواع الاستحسان):

ইস্তিহসান প্রধানত ৬ প্রকার:

১. ইস্তিহসান বিন-নস (الاستحسان بالنص): কুরআন বা হাদিসের কারণে কিয়াস বর্জন করা। (যেমন: রোজা অবস্থায় ভুলে খেলে রোজা না ভাঙ্গা)।

২. ইস্তিহসান বিল-ইজমা (الاستحسان بالإجماع): ইজমার কারণে কিয়াস বর্জন করা। (যেমন: ইসতিসনা বা অর্ডার দিয়ে পণ্য তৈরি করানো)।

৩. ইস্তিহসান বিল-কিয়াসিল খফি (الاستحسان بالقياس الخفي): সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণে প্রকাশ্য কিয়াস বর্জন করা।

৪. ইস্তিহসান বিল-জরুরাত (الاستحسان بالضرورة): বাধ্যবাধকতার কারণে। (যেমন: নাপাক কূপ পবিত্র করা, যদিও পানি বের করলেই দেয়াল পবিত্র হয় না)।

৫. ইস্তিহসান বিল-উর্ফ (الاستحسان بالعرف): প্রচলিত প্রথার কারণে।

৬. ইস্তিহসান বিল-আসার (الاستحسان بالأثر): সাহাবীর বাণীর কারণে।

পার্থক্য: ইস্তিহসান বিল-কিয়াস বনাম ইস্তিহসান বিল-উর্ফ

পার্থক্যের বিষয়	ইস্তিহসান বিল-কিয়াস (بالقياس)	ইস্তিহসান বিল-উর্ফ (بالعرف)

সংজ্ঞা	যখন প্রকাশ্য কিয়াসের বিপরীতে কোনো সূক্ষ্ম ও শক্তিশালী কিয়াস পাওয়া যায়।	যখন প্রকাশ্য কিয়াসের বিপরীতে জনগণের মধ্যে প্রচলিত কোনো ব্যাপক প্রথা পাওয়া যায়।
ভিত্তি	এর ভিত্তি হলো 'বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণা' বা গভীর চিন্তাভাবনা (ইজতিহাদ)।	এর ভিত্তি হলো 'সামাজিক প্রচলন' বা মানুষের অবিচ্ছিন্ন আমল।
উদাহরণ	শিকারি পাখির উচ্ছিষ্ট হালাল হওয়া। (প্রকাশ্য কিয়াসে হারাম, কিন্তু সূক্ষ্ম কিয়াসে হালাল)।	হাম্মাম বা বাথহাউসে নির্দিষ্ট ভাড়া দিয়ে গোসল করা, যদিও পানির পরিমাণ ও সময় অনির্দিষ্ট।
প্রাধান্য	এটি মুজতাহিদের ইলমী গভীরতার প্রমাণ।	এটি মানুষের সুবিধা ও লেনদেনের সহজতার প্রমাণ।
ক্ষেত্র	মূলত ইবাদত ও হালাল-হারামের মাসআলায় বেশি ঘটে।	মূলত মু'আমালাত বা লেনদেনের ক্ষেত্রে বেশি ঘটে।

বিশ্লেষণ:

- **ইস্তিহসান বিল-কিয়াস:** এখানে দুই কিয়াসের লড়াই হয়। বাহ্যিক কিয়াস বলে হারাম, কিন্তু গভীর কিয়াস বলে হালাল। গভীর কিয়াস বিজয়ী হয়।
- **ইস্তিহসান বিল-উর্ফ:** এখানে কিয়াস বলে নাজায়েজ (যেমন হাম্মামে পানির পরিমাণ অজানা থাকায় চুক্তি ফাসিদ হওয়ার কথা)। কিন্তু যেহেতু যুগে যুগে মানুষ এটি করে আসছে (উর্ফ), তাই ইস্তিহসান হিসেবে একে জায়েজ বলা হয়।

উপসংহার:

উভয় প্রকার ইস্তিহসানের লক্ষ্য এক—শরীয়তের সঠিক বাস্তবায়ন ও মানুষের কষ্ট দূর করা। তবে উৎসের দিক থেকে এদের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

৩৯. কিয়াস এবং ইস্তিহসান-এর মধ্যকার সম্পর্ক কেমন? কখন কিয়াসের ওপর ইস্তিহসানকে প্রাধান্য দেওয়া হয়?

(كيف هي العلاقة بين القياس والاستحسان؟ ومتى يرجح الاستحسان على القياس؟)

ভূমিকা:

কিয়াস এবং ইস্তিহসান একে অপরের পরিপূরক, আবার কখনো কখনো একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী। হানাফি উসূল অনুযায়ী, ইস্তিহসান আসলে কিয়াস বহির্ভূত কিছু নয়, বরং এটি কিয়াসেরই একটি বিশেষ রূপ। ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) এই সম্পর্ককে অত্যন্ত চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

কিয়াস ও ইস্তিহসানের সম্পর্ক (العلاقة بينهما):

১. সাধারণ বনাম বিশেষ: কিয়াস হলো সাধারণ নিয়ম (General Rule), আর ইস্তিহসান হলো সেই নিয়মের ব্যতিক্রম (Exception)।

২. প্রকাশ্য বনাম অপ্রকাশ্য: কিয়াস সাধারণত বাহ্যিক (জালি) যুক্তির ওপর নির্ভর করে, আর ইস্তিহসান অভ্যন্তরীণ (খফি) ও গভীর যুক্তির ওপর নির্ভর করে।

৩. সংঘর্ষ: কখনো কখনো কিয়াস এক দিকে নির্দেশ করে, আর ইস্তিহসান বিপরীত দিকে। এই সংঘর্ষের সমাধানই উসূল শাস্ত্রের মূল আলোচ্য বিষয়।

কখন ইস্তিহসানকে প্রাধান্য দেওয়া হয় (ترجيح الاستحسان):

সাধারণ নিয়ম হলো, কিয়াসের ওপর ইস্তিহসান প্রাধান্য পায়। তবে ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) এর কিছু বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন:

১. ইস্তিহসান শক্তিশালী হলে:

যদি ইস্তিহসানের দলিল (যেমন—নস, ইজমা বা শক্তিশালী কিয়াসুল খফি) কিয়াসুল জালি বা সাধারণ যুক্তির চেয়ে শক্তিশালী হয়, তবে ইস্তিহসান প্রাধান্য পাবে এবং কিয়াস বর্জন করা হবে।

- **উদাহরণ:** রোজা অবস্থায় ভুলবশত পানাহার করলে কিয়াস বলে রোজা ভাঙ্গবে। কিন্তু ইস্তিহসান (হাদিস) বলে ভাঙ্গবে না। এখানে ইস্তিহসান প্রাধান্য পাবে।

২. ইল্লতের শক্তিমত্তা:

যদি ইস্তিহসানের ইল্লত (কারণ) কিয়াসের ইল্লতের চেয়ে বেশি ব্যাপক ও মানুষের জন্য কল্যাণকর হয়।

- **উদাহরণ:** শিকারি পাখির উচ্ছিষ্ট। কিয়াস বলে হারাম (বাঘের মতো), কিন্তু ইস্তিহসান বলে মাকরূহ বা পাক (কারণ সে ঠোঁট দিয়ে খায়, লালা লাগে না)। এখানে ইস্তিহসানের যুক্তি বেশি শক্তিশালী।

৩. ইস্তিহসানের দুর্বলতা (বিরল ক্ষেত্রে):

ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) উল্লেখ করেন, যদি ইস্তিহসান খুব দুর্বল হয় এবং কিয়াসুল জালি খুব শক্তিশালী হয়, তবে কিয়াসই বহাল থাকবে। তবে এটি খুব বিরল।

সম্পর্কের সারসংক্ষেপ:

"الِاسْتِحْسَانُ يَتْرُكُ الْقِيَاسَ لِمَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ"

(ইস্তিহসান প্রবল কোনো কল্যাণ বা মাসলাহাতের কারণে কিয়াসকে পরিত্যাগ করে।)

উপসংহার:

কিয়াস ও ইস্তিহসানের সম্পর্ক বিরোধের নয়, বরং সংশোধনের। ইস্তিহসান এসে কিয়াসের কঠোরতাকে নমনীয় করে এবং শরীয়তকে ভারসাম্যপূর্ণ রাখে। তাই হানাফি মাযহাবে ইস্তিহসানের মর্যাদা কিয়াসের ওপরে।

---

৪০. আল-বাজদাবীর কিতাবের আলোকে ইস্তিহসান সহীহ হওয়ার জন্য কী কী শর্তাবলি আবশ্যক? এমন একটি ফিকহী মাসআলা উল্লেখ কর যেখানে ইস্তিহসান প্রয়োগ হয়েছে।

(ما هي الشروط اللازمة لصحة الاستحسان على ضوء كتاب البزدوي؟ واذكر مسألة فقهية طبق فيها الاستحسان)

ভূমিকা:

ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবী (রহ.) স্পষ্ট করেছেন যে, চাইলেই কিয়াস ছেড়ে ইস্তিহসান করা যায় না। এর জন্য নির্দিষ্ট কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়। অন্যথায় তা 'তাশাহহী' বা প্রবৃত্তির অনুসরণ হয়ে যাবে, যা শরীয়তে হারাম।

ইস্তিহসান সহীহ হওয়ার শর্তাবলি (شروط صحة الاستحسان):

১. শক্তিশালী দলিলে বিদ্যমান থাকা (وجود الدليل الأقوى):

কিয়াস বর্জন করার জন্য অবশ্যই তার চেয়ে শক্তিশালী কোনো দলিল থাকতে হবে। সেটি হতে পারে:

- কুরআন বা হাদিসের নস।
- উম্মতের ইজমা।
- জরুরত বা অপরিহার্য প্রয়োজন।
- প্রচলিত শক্তিশালী উরফ বা প্রথা।

২. কিয়াস প্রয়োগে কাঠিন্য সৃষ্টি হওয়া (تعسر العمل بالقياس):

যদি কিয়াসের ওপর আমল করতে গেলে মানুষের ওপর অসহনীয় কষ্ট (হারাজ) নেমে আসে, তবেই ইস্তিহসানের আশ্রয় নেওয়া যাবে। কারণ, শরীয়তের উদ্দেশ্য হলো সহজ করা।

৩. শরীয়তের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া:

ইস্তিহসানটি অবশ্যই শরীয়তের মাকাসিদ (যেমন—জান, মাল, দ্বীন রক্ষা)-এর পরিপন্থী হওয়া যাবে না।

৪. মুজতাহিদের যোগ্যতা:

যিনি ইস্তিহসান করবেন, তাঁকে অবশ্যই পূর্ণাঙ্গ মুজতাহিদ হতে হবে, যাতে তিনি দলিলের ওজন বুঝতে পারেন।

ইস্তিহসান প্রয়োগের ফিকহী মাসআলা (উদাহরণ):

মাসআলা: শিকারি পাখি (যেমন—বাজপাখি, চিল)-এর উচ্ছিষ্ট বা ঝুটা পানির বিধান।

ক. কিয়াসের ফয়সালা (কিয়াসুল জালি):

শিকারি পশু (যেমন—বাঘ, সিংহ)-এর ঝুটা নাপাক। কারণ তাদের লালা নাপাক গোশত থেকে সৃষ্টি। বাজপাখিও শিকারি এবং হারাম প্রাণী। সুতরাং কিয়াস অনুযায়ী বাজপাখির ঝুটাও নাপাক হওয়া উচিত।

খ. ইস্তিহসানের ফয়সালা (কিয়াসুল খফি):

বাজপাখি বা শিকারি পাখি যদিও হারাম, কিন্তু তারা পানি পান করে ঠোঁট (Beak) দিয়ে। তাদের ঠোঁট হাড়ের মতো শক্ত এবং শুকনা। পশুর মতো তাদের লালা পানিতে মেশে না। তাই তাদের উচ্ছিষ্ট নাপাক হবে না। তবে যেহেতু হারাম প্রাণী, তাই সতর্কতা হিসেবে মাকরূহ হবে।

ফলাফল:

এখানে ইস্তিহসান প্রয়োগ করে পানিকে সরাসরি নাপাক বলা হয়নি, যা মানুষের জন্য সহজতর। কারণ আকাশে ওড়া পাখি থেকে পানি রক্ষা করা কঠিন।

উপসংহার:

এই শর্তগুলো মেনে ইস্তিহসান প্রয়োগ করলে তা শরীয়তের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। আল-বাজদাবী (রহ.)-এর মতে, এই শর্তগুলোই হানাফি মাযহাবকে কুপ্রবৃত্তি থেকে রক্ষা করেছে।

৪১. ইমাম আবু হানিফা (র)-এর ইস্তিহসান-এর পদ্ধতিকে সমালোচকরা কীভাবে মূল্যায়ন করতেন? আল-বাজদাবী সেই সমালোচনার জবাব কীভাবে দিয়েছেন? (كيف قيم المنتقدون منهج الإمام أبي حنيفة (رحمه الله) في الاستحسان؟ وكيف رد البزدوي على تلك الانتقادات؟)

ভূমিকা:

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ফিকহী দর্শনে ইস্তিহসান একটি কেন্দ্রীয় বিষয়। কিন্তু তাঁর সমসাময়িক এবং পরবর্তী অনেক ইমাম এর মর্ম বুঝতে না পেরে কঠোর সমালোচনা করেছেন। ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) তাঁর কিতাবে সেই সমালোচনার ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক জবাব দিয়েছেন।

সমালোচকদের মূল্যায়ন (تقييم المنتقدين):

ইমাম মালিক (রহ.), ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এবং জাহেরী সম্প্রদায়ের আলেমগণ ইমাম আবু হানিফার ইস্তিহসানকে নেতিবাচকভাবে দেখেছেন। তাদের অভিযোগ ছিল:

১. দ্বীনের মধ্যে নতুনত্ব: তাঁরা মনে করতেন, ইস্তিহসান মানে হলো আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে নিজের রায় বা যুক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া।

২. দলিল বিহীন ফতোয়া: তাঁরা বলতেন, আবু হানিফা (রহ.) যখন কিয়াসে আটকে যান, তখন কোনো দলিল ছাড়াই 'ইস্তিহসান' বলে পাশ কাটিয়ে যান।

৩. ইমাম শাফেয়ীর উক্তি: তিনি বলেছিলেন, "ইস্তিহসান হলো প্রবৃত্তি পূজার নামান্তর।"

ইমাম আল-বাজদাবীর জবাব (رد البزدوي):

ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) প্রমাণ করেছেন যে, এই সমালোচনাগুলো হানাফি পরিভাষা না বোঝার ফল। তিনি বলেন:

১. নামকরণের বিভ্রান্তি দূরীকরণ:

তিনি বলেন, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যখন বলেন 'আমি ইস্তিহসান করলাম', তখন এর অর্থ এই নয় যে 'আমি পছন্দ করলাম'। বরং এর অর্থ হলো—"আমি

দুটি কিয়াসের মধ্যে তুলনা করে শক্তিশালী ও সূক্ষ্ম কিয়াসটিকে গ্রহণ করলাম।" এটি মূলত 'তারজীহ' (প্রাধান্য দেওয়া)।

২. সুন্নাহর অনুসরণ:

আল-বাজদাবী (রহ.) দেখান যে, ইমাম আবু হানিফার অধিকাংশ ইস্তিহসান মূলত হাদিস বা সাহাবীর আমল (আসার)-এর ওপর ভিত্তি করে।

- **যুক্তি:** কিয়াস বলে, ভুলে খেলেও রোজা ভাঙ্গবে। আবু হানিফা (রহ.) বলেন, ভাঙ্গবে না। কেন? কারণ হাদিস আছে। সমালোচকরা কি একেও প্রবৃত্তি পূজা বলবেন? এটি তো হাদিস মানার জন্যই কিয়াস বর্জন।

৩. সাহাবীদের আমল:

তিনি বলেন, সাহাবীগণও ইস্তিহসান করেছেন। যেমন—হযরত উমর (রা.) চুরির শাস্তি মওকুফ করেছিলেন দুর্ভিক্ষের বছর। এটি ছিল ইস্তিহসান বিল-জরুরাত। ইমাম আবু হানিফা কেবল তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন।

উপসংহার:

আল-বাজদাবী (রহ.)-এর শক্তিশালী জবাবের পর ইলমী মহলে ইস্তিহসান সম্পর্কে ভুল ধারণা কেটে যায়। প্রমাণিত হয় যে, ইমাম আবু হানিফার ইস্তিহসান মূলত কুরআন ও সুন্নাহর গভীরতম নির্যাস।

---

৪২. ইস্তিহসান কেন শরীয়তের "তাশরী" (বিধান প্রণয়ন)-এর ক্ষেত্রে একটি বিশেষ নমনীয়তা নিয়ে আসে? এর উদ্দেশ্য কী?

(لماذا يجلب الاستحسان مرونة خاصة في "التشريع"؟ وما هو الهدف منه؟

ভূমিকা:

ইসলামি শরীয়ত কোনো অনমনীয় বা জড় ব্যবস্থা নয়। এটি মানুষের স্বভাব ও প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। শরীয়তের এই নমনীয়তা (Flexibility) বা 'তাজদীদ' ধরে রাখার প্রধান হাতিয়ার হলো ইস্তিহসান। ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) একে শরীয়তের প্রশস্ততার প্রতীক হিসেবে দেখিয়েছেন।

ইস্তিহসানের মাধ্যমে নমনীয়তা আনয়ন (المرونة في التشريع):

১. কঠিন থেকে সহজের দিকে গমন:

কিয়াস অনেক সময় বিধানকে কঠিন করে ফেলে। ইস্তিহসান সেই কঠিন বিধানকে পাশ কাটিয়ে সহজ সমাধান দেয়।

- **উদাহরণ:** 'সালাম' বা অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়। সাধারণ কিয়াসে এটি নাজায়েজ (অবিদ্যমান পণ্য বিক্রি)। কিন্তু কৃষকদের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে ইস্তিহসানের মাধ্যমে একে জায়েজ করা হয়েছে। এটি অর্থনীতির জন্য বিশাল নমনীয়তা।

২. যুগের চাহিদার প্রতিফলন:

সমাজের প্রথা (উর্ফ) পরিবর্তনের সাথে সাথে বিধানের প্রয়োগ বদলাতে হয়। ইস্তিহসান মুজতাহিদকে সেই সুযোগ দেয়।

- **উদাহরণ:** ওয়াকফ জমিতে গাছ লাগানো বা ইমারত নির্মাণ করা কিয়াসে নাজায়েজ হতে পারে, কিন্তু ইস্তিহসানে যুগের প্রয়োজনে তা জায়েজ।

৩. সংকীর্ণতা দূরীকরণ (রফে হারাজ):

মানুষ যখন বিধান মানতে গিয়ে অচল হয়ে পড়ে, তখন ইস্তিহসান মুক্তির পথ দেখায়।

- **উদাহরণ:** অপবিত্র কূপ থেকে সব পানি তোলা অসম্ভব হলে, নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি তুলে তাকে পবিত্র ঘোষণা করা হয় ইস্তিহসানের ভিত্তিতে।

ইস্তিহসানের উদ্দেশ্য (الهدف من الاستحسان):

ইস্তিহসানের মূল উদ্দেশ্যগুলো হলো:

- **আল-ইউসর (সহজীকরণ):** আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান, কঠিন চান না।"
- **রফে হারাজ (কষ্ট দূরীকরণ):** মানুষের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক রাখা।
- **মাসলাহাত (জনকল্যাণ):** শরীয়তের মাকাসিদ বা উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা।

- **ইনসাফ (ন্যায়বিচার):** অন্ধভাবে আইন প্রয়োগ না করে পরিস্থিতির আলোকে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা।

উপসংহার:

ইস্তিহসান শরীয়তের 'সেফটি ভালভ'-এর মতো কাজ করে। এটি শরীয়তকে স্থবির হওয়া থেকে রক্ষা করে এবং সর্বযুগে পালনযোগ্য করে তোলে। আল-বাজদাবীর মতে, এই নমনীয়তাই ইসলামি আইনের শাশ্বত হওয়ার রহস্য।